জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মে ২০০৮/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* মিয়ানমারের ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত জাতিসংঘ
* জাতিসংঘ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বখাদ্য সংকট এড়ানো সম্ভবপর ছিল
* নির্বাচনের পর নেপালে জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তার সমাপ্তি ঘোষনা
* জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় প্রস্তুত মাদক বিরোধী পরিকল্পনা প্রণয়নে আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তান সম্মত
* মিয়ানমারের ঘূণীঝড় দুর্গতদের সাহাযার্থে জাতিসংঘের ১৮৭ মিলিয়ণ ডলারের আবেদন

মিয়ানমারের ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত জাতিসংঘ

৫ মে- প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জাতিসংঘ মিয়ানমার কর্তপক্ষকে জাতিসংঘ সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। গত শুক্রবারের এই প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার এ দেশটিকে বিধ্বস্ত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহাণী ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জাতিসংঘ মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর (OCHA) এর মতে ২ মে আনুমানিক বিকাল ৪ টার দিকে ইয়াংগুন থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে ইরাবতী ব-দ্বীপ অঞ্চলের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস বয়ে যায়।

পরে একই রাতে ঘন্টায় ১৯০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় ইয়াংগুনে আঘাত হানে। ঝড়ের আঘাতে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক বিস্তৃত বন্যা হয়।

হিসাব অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। OCHA উলে-খ করে ক্ষতি গ্রস্তদের জন্য প্রচুর সাহায্যের প্রয়োজন হবে। ইয়াংগুনের ভবনগুলো মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং একটি বিশাল জনগোষ্ঠি আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহ কয়েক দিন দেয়া সম্ভব হবে না এবং এ অবস্থায় পানি সরবরাহ একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। অনেক সড়ক যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং বিমানবন্দরগুলো পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, হতাহতের সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় প্রকাশিত খবরে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি আরও বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

রবিবার জাতিসংঘ প্রকাশিত এক বক্তব্যে বলা হয় জাতিসংঘ দুর্যোগব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় (UNDAC) একটি দলকে সংগঠিত করেছে এবং মিয়ানমার সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়েছে।

এ বক্তব্যে আরও উলে-খ করা হয়, জাতিসংঘ আরও বর্ধিত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছে এবং যদি মিয়ানমার সরকারের প্রয়োজন হয় তাহলে আরও আন্তর্জাতিক সহায়তা সংগ্রহ করবে।

এ মুর্হুতে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন গুলোর মধ্যে খাদ্য, প-াস্টিকের শিট, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি, রান্না করার সামগ্রী, মশারি এবং জরুরি কাপড় উলে-খযোগ্য।

মহাসচিব বান কি মুনের কর্মকর্তা প্রধান মিয়ানমারের রাষ্ট্রদুতকে সাথে নিয়ে জাতিসংঘের সম্ভাব্য সহায়তা সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি উলে-খ করেন মিয়ানমারে জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা সরবরাহ করা প্রয়োজন।

জাতিসংঘ কেন্দ্রিয় জরুরি তহবিল সরবরাহ (CERF) থেকে সহায়তা প্রদানে যোগাযোগ ও সমন্বয় সংক্রান্ত দুটি পরামর্শ ও সেই সাথে যথাযথ তহবিল প্রদান করা হবে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বখাদ্য সংকট এড়ানো সম্ভবপর ছিল

৬ মে- জাতিসংঘের দুজন বিশেষজ্ঞের মতে একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে কৃষিতে বিনিয়োগের অভাব এবং সেই সাথে জৈব জ্বালানী উৎপাদনে গুরুত্বপুর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের কারণে বর্তমান বিশ্ব খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় (DESA) এর কেথলিন আবদেল-হ নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যেহেতু জনসংখ্যা বেড়েছে এবং আমাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং এখন আমাদের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে কৃষিতে বিনিয়োগ ও সাহায্যের অভাবের সম্মুখিন হতে হচ্ছে। নিশ্চিতভাবে এটাকে উন্নয়ন সহযোগিতার একটি প্রধান গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি এবং চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি বাড়ানো হয়নি।

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজ আবদেল-হ আজ জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন কমিশন (CSD) এর চলতি সেশনের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন । এ সেশনে দারিদ্র, ক্ষুধা ও পরিবেশের সমস্যা এবং বিশ্ব খাদ্য সরবরাহ আরও বাড়ানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। এছাড়াও আলোচনায় কৃষি, ভুমি ব্যবহার, পল-ী উন্নয়ণ, মরুকরণ এবং খরা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তার সহকমী DESA এর পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ শাখার প্রধান জনাব আসলাম চৌধুরী বলেন, জৈব উৎপাদনে শস্যের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী বর্তমান খাদ্যমুল্য বৃদ্ধিতে আবদান রেখেছে। যেহেতু জৈব জ্বালানী তৈরি ভুমি ও পানি সম্পদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল সেহেতু আমরা আমাদের অতি মুল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ এধরনের শস্য উৎপাদনে ব্যবহার করছি।

তিনি বলেন ঠিক এ সময়ই উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্টির খাওয়ার জন্য কোন খাবার নেই এবং ঐ প্রাকৃতিক সম্পদগুলো খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের খাদ্য সংকট হয়ত পুর্ব আমরা কখনও দেখিনি ।

মিজ আবদেল-হ বলেন CSD এর লক্ষ্য হল পল-ী উন্নয়ন, মরুকরণ এবং খরার মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করা এবং একটি সুন্দর উপায়ে বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকাবিলা করা।

নিউইয়র্কে গত দু সপ্তাহব্যাপী CSD এর সেশন চলছে।

গত সপ্তাহে জাতিসংঘ মহাসচিব বিশ্বব্যাপী খাদ্য দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি মোকাবিলায় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি নতুন বিশ্ব টাস্কফোর্স গঠনের কথা ঘোষনা করেন। জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা সমুহ, বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগনের সমন্বয়ে গঠিত দলটির প্রথম সভা আগামী সোমবারে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের পর নেপালে জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তার সমাপ্তি ঘোষনা

৭ মে- নেপালে জাতিসংঘ নির্বাচনী সহায়তা দপ্তর গত মাসে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ নির্বাচনে দেশের নির্বাচন কমিশনকে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের পর এখন তা গুটিয়ে ফেলছে।

আজ নেপালে জাতিসংঘ মিশনের (UNMIN) প্রধান নির্বচন উপদেষ্টা ফিদা নাসরাল-হ বলেন এখন জাতিসংঘ নির্বাচনী সহায়তা দপ্তরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আগামী জুন মাসে তিনি নির্বাচনী উপদেষ্টাদের তৈরী প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। তিনি বলেন 'নেপালে অত্যন্ত সফল নির্বাচন পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমি বর্ণনা করবো।' তিনি আরও বলেন এটা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ, সেখানে সবাই ধৈর্য ধারন করেছে এবং কুটনীতির প্রয়োগ করা হয়েছে।

১০ এপ্রিল নির্বাচনে নির্বাচনী আসন বিজয়ী ২৫ টি রাজনৈতিক দলের সবাই এখন নির্বচন কমিশনের কাছে তাদের প্রার্থীদের তালিকা পেশ করছে। গণপরিষদে নারী প্রার্থীদের হার গত নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ থাকলেও এবার তা ৬ শতাংশ উন্নীত হয়েছে।

UNMIN জানায় নির্বাচন কমিশনের চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার ২১ দিনের মধ্যে অবশ্যই গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে । এরপর পরিষদ দেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করবে। দীর্ঘ এক দশক ব্যাপী গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৩০০০ লোকের প্রাণহানীর পর গত ২০০৬ সালে নেপাল সরকার ও মাওবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর গত ১০ এপ্রিল ২০০৭ এ নেপালে গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের দিন জাতিসংঘ নির্বাচনী উপদেষ্টা নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং তখন থেকে নির্বচনের ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত জাতিসংঘ নির্বচনী সহায়তা দপ্তর বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে কোটা অনুসারে চাহিদা পুরন প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে এবং নির্বাচন পরবতী পর্যায়ে গণমাধ্যমের পর্যবেক্ষন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়।

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় প্রস্তুত মাদক বিরোধী পরিকল্পনা প্রণয়নে আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তান সম্মত

৮ মে- জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (UNODC) ভিয়েনাতে আজ ঘোষনা করেছে যে , আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তান সীমান্তে অবৈধ মাদক পাচার নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে।

ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ তিনটি দেশ নিজ নিজ সীমান্তে যোগাযোগ দপ্তর স্থাপন করতে এবং আফগানিস্তানের বাইরে হেরোইন পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যোথ অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করতে সম্মত হয়। এ তিনটি দেশ আরও ঘোষণা করে যে তারা হেরোইন তৈরির জন্য যেসব রাসায়নিক উপাদান লাগে আফানিস্তানের ভেতরে এবং এর আশেপাশে এগুলোর পরিবহন বন্ধে প্রচারনা চালাবে।

আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল তামাক পাচারে পাচারকারীদের ব্যবসার যোগসুত্র ও তারা পরিবহনের জন্য যে রাস্তা ব্যবহার করে তা প্রতিরোধ করা। UNODC এর নির্বাহী পরিচালক এন্টোনিও মারিয়া কস্তা বলেন ‘ আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে পাচারকারীদের এ ব্যবসা যেন বন্দুক , রাসায়নিক দ্রব্য ও অস্ত্র পাচার পর্যন্ত না গড়ায়।

তেহরানের আজকের সভাটি UNODC এর তৎপরতায় অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় উদ্যোগের একটি অংশ।

সভায় বক্তারা তাদের দেশে আফিম এবং হেরোইনের ভয়াবহ প্রভাবের কথা উলে-খ করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোকে মাদকের চাহিদা কমাতে এবং তাদের নতুন পরিকল্পনা সমর্থন করতে আহ্বান জানায়।

UNODC এর সহায়তায় ইরান এই ত্রিদেশীয় উদ্দ্যাগের জন্য একটি স্থায়ী সচিবালয় এবং গোয়েন্দা বিনিময়ের জন্য একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করবে।

মিয়ানমারের ঘুর্ণীঝড় দুর্গতদের সাহাযার্থে জাতিসংঘের ১৮৭ মিলিয়ণ ডলারের আবেদন

৯ মে- সাম্প্রতিক ঘুর্ণীঝড়ে মিয়ানমারের ১.৫ মিলিয়ণ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে আগামী ছয় মাসের জন্য মানবিক ত্রাণ সাহায্য সরবরাহ করার জন্য জাতিসংঘ আজ ১৮৭ মিলিয়ণ ডলারের আবেদন করে।

নিউইয়র্কে ১০টি জাতিসংঘ সংস্থা ও ৯ টি বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে পেশকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এই আবেদনে জাতিসংঘ উচ্চ পদস্থ ত্রাণ কর্মকর্তা এই আবেদনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন আকস্মিক এই মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপকতা খুবই বিশাল।

জাতিসংঘ মানবিক বিষয়ক উপ-মহাসচিব এবং জাতিসংঘ জরুরী ত্রাণ সমন্বয়ক জন হোমস্ উলে-খ করেন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১.২ থেকে ১.৯ মিলিয়ণ। কিন্তু তিনি আরও উলে-খ করেন যে পরিস্থিতি আনুযায়ী সাহায্যপ্রার্থীদের সংখ্যা আরও বাড়বে।

গত ২ মে ঘুর্ণীঝড় নার্গিস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটিতে আঘাত হানে । এতে ইরাবতী ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং দেশের বৃহত্তর শহর ইয়াংগুনে ব্যাপক প্রাণহাণী ও ক্ষয়ক্ষতি হয়। সরকারী হিসাব মতে ২২ হাজারেও বেশী লোক নিহত এবং ১৪ হাজার লোক নিখোঁজ রয়েছে।

জনাব হোমস্ উলে-খ করেন যে প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা বাড়ছে এবং এ সংখ্যা ৬৩ হাজার থেকে ১ লক্ষ বা তারও বেশী হতে পারে।

** ** **